176

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 13 DEC 1997
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অচলাবস্থা

বাংলাদেশে কোন প্রতিষ্ঠানই সুষ্ঠু ও সুস্থিরভাবে চলে না। কোন না কোন ঘাপলা লেগেই থাকে। কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব যদি এরকম অবস্থায় পৌঁছে যে প্রতিষ্ঠানটিই ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হয় সেক্ষেত্রে কোন সচেতন নাগরিকই উদ্বিগ্ন না হয়ে পারে না।

এরকমই অনাকাঙ্ক্ষিত দু'টি ঘটনা ঘটেছে রাজধানীর দু'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এবং টিএন্ডটি স্কুল ও কলেজ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দু'টি বেশ পুরনো এবং সুনামের অধিকারী। এর মধ্যে মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল বেশ কয়েক বছর ধরে এসএসসি পরীক্ষায় অত্যন্ত ভাল রেজাল্ট করে আসছে। সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির প্রধান শিক্ষক সম্প্রতি দুর্নীতির কারণে বরখাস্ত হয়েছেন। অভিযোগ আছে, ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির সময়ে ডোনেশনের নামে যে বিপুল পরিমাণ টাকা তিনি আদায় করেছিলেন তা স্কুলের তহবিলে জমা দেননি। সোজা কথায় বললে তহবিল তসরুপ করেছেন। একজন প্রধান শিক্ষক যদি এরকম গর্হিত ও অন্যায় কাজ করেন তাহলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া বেআইনি নয়। স্কুল কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছেন। কিন্তু এটাকেই ইস্যু করে কিছু সংখ্যক অভিভাবক বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করেন। তারা কোমলমতি শিক্ষার্থীদেরও উস্কে দেন।

অপর ঘটনাটি ঘটেছে মতিঝিল টিএন্ডটি স্কুল ও কলেজে। সেখানে স্কুল শাখার সঙ্গে কলেজ শাখার বিরোধ চলে আসছিল দীর্ঘদিন থেকে। সেই বিরোধের জের হিসেবে সম্প্রতি কলেজ শাখার অধ্যক্ষ লাঞ্ছিত এবং স্কুল শাখার প্রধান শিক্ষকসহ ৭ জন গ্রেফতার হন। বর্তমানে সেখানেও চলছে অচলাবস্থা। স্কুল শাখা দাবি করেছে, প্রতিষ্ঠানটির মালিক এককভাবে তারা। অন্যদিকে কলেজ শাখা বলেছে, এ প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তিতে তাদেরও ভাগ আছে। কলেজ শাখায় নতুন ছাত্র ভর্তি করার ব্যাপারেও আপত্তি জানিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। টিএন্ডটি কলোনির বাসিন্দারাও এ প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত। একপক্ষ চান কলেজটি সম্প্রসারিত হোক, অন্য পক্ষে তার বিরোধী। টিএন্ডটি স্কুল ও কলেজের বিরোধে একাধিক মন্ত্রীও জড়িয়ে পড়েছেন বলে পত্রিকার রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। অন্য একটি ঘটনায় বোর্ড কর্তৃপক্ষ স্কুলের অনুদান বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে স্কুল ও কলেজ শাখার কয়েকশ' ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনার ব্যাপারে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। যেখানে শিক্ষকরা নিজেদের মধ্যে মারপিট এবং একে অপরকে লাঞ্ছিত করে সেখানে ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা কোথায়?

রাজধানীর দু'টো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে অচলাবস্থা চলছে অবিলম্বে তার নিরসন হওয়া দরকার। এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় তথা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।